Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দাওয়াতি পথে বাধা ও তা নিরসনের পদ্ধতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজী ফারজানা ইয়াসমিন

রোলঃ 23090121638

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দাওয়াতি পথে বাধা ও তা নিরসনের পদ্ধতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজী ফারজানা ইয়াসমিন

রোলঃ 23090121638

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দাওয়াতি পথে বাধা ও তা নিরসনের পদ্ধতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজী ফারজানা ইয়াসমিন, আইডিঃ 23090121638 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দাওয়াতি পথে বাধা ও তা নিরসনের পদ্ধতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Kazi Farzana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

কাজী ফারজানা ইয়াসমিন

আইডিঃ 23090121638

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

অধ্যায় ২: ইসলামি দাওয়াতের গুরুত্ব 6

২.১ দাওয়াতের সংজ্ঞা 6

২.২ কুরআন ও সুন্নাহয় দাওয়াতের গুরুত্ব 7

২.৩ রাসূল (সা.) এর দাওয়াতি পদ্ধতি 7

২.৪ সাহাবাদের দাওয়াতি অভিজ্ঞতা 8

অধ্যায় ৩: দাওয়াতি পথে অভ্যন্তরীণ বাধা 8

৩.১ জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা 9

৩.২ আখলাক ও আচরণগত দুর্বলতা 9

৩.৩ দাওয়াতি সংগঠন ও নেতৃত্বের দুর্বলতা 10

৩.৪ মুসলিম সমাজের বিভক্তি ও মতভেদ 10

৩.৫ আত্মিক দুর্বলতা ও নিয়তের সমস্যা 11

৩.৬ সময় ব্যবস্থাপনা ও ধারাবাহিকতার অভাব 11

অধ্যায় ৪: দাওয়াতি পথে বাহ্যিক বাধা 11

৪.১ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা 12

৪.২ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বাধা 13

৪.৩ অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা 13

৪.৪ মিডিয়া ও ইসলামবিদ্বেষ 14

অধ্যায় ৫: নিরসনের ইসলামি দিকনির্দেশনা 15

৫.১ কুরআন ও হাদিসের দিকনির্দেশনা 15

৫.২ নবী-রাসূলগণের দাওয়াতি ধৈর্য ও কৌশল 16

৫.৩ সাহাবা ও তাবেঈনদের অভিজ্ঞতা 17

অধ্যায় ৬: দাওয়াতি পথে অভ্যন্তরীণ বাধার সমাধান 18
৬.১ নৈতিকতা ও আখলাক গঠনের গুরুত্ব 18
৬.২ উম্মাহর ঐক্য ও সহযোগিতা 19
৬.৩ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী 20
অধ্যায় ৭: দাওয়াতি পথে বাহ্যিক বাধার সমাধান 22
৭.১ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা নিরসন 22
৭.২ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বাধা নিরসন 23
৭.৩ অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ 24
৭.৪ আধুনিক প্রযুক্তি ও মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহার 25
অধ্যায় ৮: বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট 26
৮.১ বাংলাদেশের দাওয়াতি কাজে প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান 26
৮.২ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ (ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য) 28
অধ্যায় ৯: দাওয়াতি পথে বাধা ও তা নিরসনের বাস্তব উদাহরণ ও কেস স্টাডি 30
৯.১ কেস স্টাডি ১: মক্কার দাওয়াতি পরিবেশে নবী করিম ﷺ -এর ধৈর্য ও কৌশল 30
৯.২ কেস স্টাডি ২: হযরত মুসা (আ.) ও ফিরাউনের সামনে দাওয়াত 31
৯.৩ কেস স্টাডি ৩: আধুনিক যুগে ড. জাকির নায়েক ও মিডিয়া-ভিত্তিক দাওয়াত 31
৯.৪ কেস স্টাডি ৪: বাংলাদেশে দাওয়াতি কাজে সামাজিক বাধা ও নিরসন 32
৯.৫ কেস স্টাডি ৫: পশ্চিমা বিশ্বে দাওয়াতের চ্যালেঞ্জ ও সফলতা 33
অধ্যায় ১০. উপসংহার 33
অধ্যায় ১১. তথ্যসূত্র 35

ভূমিকা

ইসলামি দাওয়াত এমন এক মহান দায়িত্ব, যা আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ন্যস্ত করেছেন। দাওয়াত অর্থ মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, সঠিক পথ প্রদর্শন করা, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়কে পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করা। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—
"তোমরা মানুষকে সৎকাজের দিকে আহ্বান করবে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।"
(সূরা আলে ইমরান: ১১০)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নবী-রাসূলগণ তাঁদের জীবনের প্রধান দায়িত্ব হিসেবে দাওয়াতকে গ্রহণ করেছিলেন। নবী মুহাম্মদ ﷺ মক্কার প্রতিকূল পরিবেশে ধৈর্য ও হিকমাহর মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছিলেন।

বর্তমান সময়ে ইসলামি দাওয়াত একদিকে যেমন সহজতর হয়েছে প্রযুক্তি ও যোগাযোগের কল্যাণে, অন্যদিকে নানা নতুন বাধা-বিপত্তিও সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে দাওয়াতি কাজের জন্য পরিবেশ তুলনামূলক অনুকূল হলেও রাজনৈতিক প্রভাব, মতবাদের বিভাজন ও সামাজিক কুসংস্কার একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

আন্তর্জাতিকভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামফোবিয়া ও মিডিয়ার ভুল প্রচারণা মুসলিম দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করছে। আবার একইসাথে ইসলাম গ্রহণের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মক্কার কাফেররা রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে যেভাবে প্রচারণা চালিয়েছিল—তাকে "মাজনুন" (পাগল), "সাহির" (যাদুকর) বলে মানুষকে দূরে সরানোর চেষ্টা করেছিল। এটা এক বিশাল দাওয়াতি প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ এর ধৈর্য, আখলাক ও হিকমাহর মাধ্যমে ইসলাম বিস্তার লাভ করে।

আধুনিক কালে ইউরোপে হিজাব ও ইসলামোফোবিয়া দাওয়াতি কাজকে কঠিন করে তুললেও একই সাথে গবেষণা দেখায় যে ইউরোপে ইসলাম গ্রহণের হার সবচেয়ে বেশি। Pew Research (২০১৭) অনুযায়ী, ২০৭০ সালের মধ্যে ইসলাম হবে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বিস্তারলাভকারী ধর্ম।
এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো,ইসলামি দাওয়াতি পথে প্রধান প্রধান বাধাগুলো চিহ্নিত করা, এসব বাধার কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা এবং কুরআন-সুন্নাহ ও সমসাময়িক বাস্তবতার আলোকে এসব বাধা নিরসনের কার্যকর উপায় প্রস্তাব করা।
এ গবেষণার মাধ্যমে আশা করা যায়, বর্তমান সময়ে দাওয়াতি কাজকে আরও সুসংগঠিত, প্রভাবশালী ও ফলপ্রসূ করার পথ নির্দেশ পাওয়া যাবে ইন শা আল্লাহ।

অধ্যায় ২: ইসলামি দাওয়াতের গুরুত্ব

২.১ দাওয়াতের সংজ্ঞা

“দাওয়াত” আরবি শব্দ دعوة (দাওয়াহ) থেকে এসেছে, যার অর্থ আহ্বান বা ডাক। ইসলামিক পরিভাষায়, দাওয়াত বলতে বোঝায়—মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ), রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ এবং ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক জীবনবিধি গ্রহণের দিকে আহ্বান। এটি কেবল বক্তৃতা নয়, বরং জীবনযাপন, চরিত্র ও সমাজে প্রভাবের মাধ্যমে বাস্তবায়িত একটি দায়িত্ব।

২.২ কুরআন ও সুন্নাহয় দাওয়াতের গুরুত্ব

কুরআন মুসলিমদের প্রতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে দাওয়াত দেওয়া হবে ধৈর্য, হিকমাহ (প্রজ্ঞা) এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে। যেমন:

"আপনি আপনার প্রভুর পথে আহ্বান করুন হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে উত্তমভাবে তর্ক করুন।"

(সূরা নাহল: ১২৫)

এছাড়া আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"তোমরা এমন এক সম্প্রদায় হও, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজে নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে; এরাই হলো সফলকাম।"

(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

সুতরাং, দাওয়াত মুসলিমদের জন্য ঈমান ও দায়িত্বের অংশ।

২.৩ রাসূল (সা.) এর দাওয়াতি পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবন দাওয়াতের সর্বোত্তম উদাহরণ।

মক্কায় দাওয়াত: নবী ﷺ কঠিন প্রতিকূলতার মধ্যে ১৩ বছর দাওয়াত চালিয়ে গেছেন। কাফেররা নানাভাবে বাধা দিয়েছিল, যেমন অর্থনৈতিক নিপীড়ন, সামাজিক ব্যঙ্গ, হুমকি ও অপপ্রচারণা।

হিকমাহ ও সৌজন্য: নবী ﷺ কখনো হিংসা বা রোষের দ্বারা দাওয়াত দেননি; বরং কোমল ভাষা ও যুক্তি ব্যবহার করেছেন।

মদিনায় দাওয়াত: রাষ্ট্র গড়ে মুসলমানদের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

২.৪ সাহাবাদের দাওয়াতি অভিজ্ঞতা

সাহাবারা নবী ﷺ এর নির্দেশনায় দাওয়াত চালিয়েছেন, যেমন:

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ): নবী ﷺ'র মৃত্যুর পর ইসলামের বার্তা সমগ্র আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে দেন।

হযরত উমর (রাঃ): সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অসৎ কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে দাওয়াতের প্রভাব বৃদ্ধি করেছেন।

হযরত আলী (রাঃ): ইসলামের শিক্ষা অনুসারে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় পরিস্থিতিতেই দাওয়াত চালিয়ে গেছেন।

ইসলামি দাওয়াত হলো মুসলিম উম্মাহর মৌলিক দায়িত্ব। কুরআন, হাদিস, নবী ﷺ ও সাহাবাদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া গেলে আমরা দেখতে পাই—দাওয়াতের জন্য ধৈর্য, হিকমাহ এবং উত্তম আখলাক অপরিহার্য। দাওয়াত কেবল কথার মাধ্যমে নয়, জীবনযাপনে প্রতিফলিত হতে হবে। সমসাময়িক যুগে প্রযুক্তি, শিক্ষা ও সমাজসেবা ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত আরও ফলপ্রসূ করা সম্ভব।

অধ্যায় ৩: দাওয়াতি পথে অভ্যন্তরীণ বাধা

দাওয়াতের পথ কখনোই সহজ ছিল না। নবী-রাসূলগণ, সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী যুগের দাঈরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। এসব চ্যালেঞ্জের একটি বড় অংশ আসে মুসলিম সমাজের অভ্যন্তর থেকেই। দাওয়াতি কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভর করে দাঈ ও দাওয়াতি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শক্তি, ঐক্য, জ্ঞান, ধৈর্য ও কৌশলের ওপর। যখন এ দিকগুলো দুর্বল হয়, তখন দাওয়াতের কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

অভ্যন্তরীণ বাধাগুলোকে আমরা কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি—

৩.১ জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা

দাওয়াতের মূল শক্তি হলো জ্ঞান। দাঈ যদি ইসলামের মৌলিক আকিদা, বিধান ও কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষায় দৃঢ় না হন, তবে তার দাওয়াত বিভ্রান্তিকর বা দুর্বল হয়ে পড়ে। আজকের যুগে অনেক দাঈ সীমিত জ্ঞান নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে নামেন, ফলে:

- ভুল ব্যাখ্যা বা অতিরঞ্জিত বক্তব্য প্রদান করেন,
- আধুনিক সমাজের সমস্যার উপযোগী সমাধান দিতে ব্যর্থ হন,
- তরুণ প্রজন্মের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে তারা দূরে সরে যায়।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন,
“ইলম ছাড়া আমল, আমল ছাড়া দাওয়াত—দুটোই বিপজ্জনক।”
অতএব দাঈদের প্রথম কর্তব্য হলো কুরআন-সুন্নাহর গভীর অধ্যয়ন, নির্ভরযোগ্য আলেমদের দিকনির্দেশনা গ্রহণ, এবং যুগোপযোগী ইসলামী চিন্তা গঠন।

৩.২ আখলাক ও আচরণগত দুর্বলতা

দাওয়াতের প্রভাব শুধু কথায় নয়, বরং দাঈ-এর আচরণে প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান ছিল তাঁর চরিত্র। তিনি কখনো রূঢ় ভাষা ব্যবহার করেননি, ধৈর্য হারাননি, শত্রুর প্রতিও সদয় ছিলেন।
কিন্তু আজকের বাস্তবতায় দেখা যায়—

- অনেক দাঈ রাগান্বিত ভাষা ব্যবহার করেন,
- সমালোচনাকে সহ্য করতে পারেন না,
- মতভেদে শালীনতা হারান,
- নিজেদের জীবনেই ইসলামের চর্চা দুর্বল।

এসব আচরণ মানুষকে ইসলামের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“তুমি যদি কঠোর ও রূঢ় হৃদয়ের হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত।” (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

দাওয়াতের মূল চাবিকাঠি হলো—ধৈর্য, কোমলতা ও হাস্যোজ্জ্বল আচরণ।

৩.৩ দাওয়াতি সংগঠন ও নেতৃত্বের দুর্বলতা

এককভাবে দাওয়াতের কাজ সীমিত ফল দেয়, কিন্তু সংগঠিত দাওয়াতি কাঠামো সমাজে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। অথচ অনেক সময় দাওয়াতি সংগঠনগুলোতে দেখা যায়—

- পরিকল্পনার অভাব
- পারস্পরিক হিংসা ও নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব
- সমন্বয়ের ঘাটতি
- সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব

এই সমস্যাগুলো দাওয়াতের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে। ইসলামের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় দাওয়াতকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রূপ দিয়েছিলেন, যা ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুরুত্ব স্পষ্ট করে।

৩.৪ মুসলিম সমাজের বিভক্তি ও মতভেদ

ইসলাম একতার ধর্ম, কিন্তু মুসলিম সমাজে মতপার্থক্য, ফিরকাবাদ ও দলীয় স্বার্থ দাওয়াতের কাজকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

- একে অপরকে কাফের বা বিদআতী বলা,
- দ্বন্দ্বপূর্ণ ভাষায় বক্তব্য দেওয়া,
- সহযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া —

এসবই দাওয়াতের বার্তাকে বিকৃত করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

“আর তোমরা সবাই আল্লাহর দড়ি শক্তভাবে ধরো এবং বিভক্ত হয়ো না।” (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)
ঐক্য ছাড়া দাওয়াতের সাফল্য অসম্ভব।

৩.৫ আত্মিক দুর্বলতা ও নিয়তের সমস্যা

দাওয়াত একটি ইবাদত। তাই এর পেছনে নিয়ত হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কিন্তু যখন দাওয়াত অহংকার, জনপ্রিয়তা বা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পরিচালিত হয়, তখন তার বরকত চলে যায়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“নিশ্চয়ই কর্মসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।” (বুখারি, মুসলিম)
আত্মিক দুর্বলতা দাঈকে ধৈর্যহীন, হতাশ এবং অহংকারী করে তোলে—যা দাওয়াতের জন্য বড় প্রতিবন্ধক।

৩.৬ সময় ব্যবস্থাপনা ও ধারাবাহিকতার অভাব

দাওয়াতের কাজ দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা চায়। কিন্তু অনেক সময় দাঈরা শুরুতে উদ্যমী থাকলেও পরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। নিয়মিত পড়াশোনা, আত্মউন্নয়ন ও সময় ব্যবস্থাপনার অভাবে কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়।

অধ্যায় ৪: দাওয়াতি পথে বাহ্যিক বাধা

ইসলামি দাওয়াতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রতিটি যুগেই দাঈরা সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বাধার মুখোমুখি হয়েছেন। এসব বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা কেবল শারীরিক নয়, বরং মানসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ হিসেবেও প্রকাশ পায়। দাওয়াতের কাজকে টেকসই

ও ফলপ্রসূ করতে হলে এসব বাহ্যিক বাধা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা জরুরি।

৪.১ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা

ক) কুসংস্কার ও প্রথা

দাওয়াতের পথে অন্যতম বড় সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হলো অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। অনেক মানুষ ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাসী। যেমন—তাবিজ-কবজ, জ্যোতিষে বিশ্বাস, পীর-পূজার ভ্রান্ত ধারণা ইত্যাদি ইসলামি তাওহীদের বিপরীত। এসব ধারণা মানুষকে ইসলামের বিশুদ্ধ বার্তা গ্রহণে বাধাগ্রস্ত করে।

খ) পারিবারিক ও সামাজিক চাপ

বিশেষ করে অমুসলিম সমাজে ইসলাম গ্রহণ বা ইসলামী জীবন অনুসরণের কারণে পরিবার, আত্মীয়স্বজন কিংবা প্রতিবেশীদের বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়। এমনকি মুসলিম সমাজেও কখনো ধর্মীয় অনুশীলনকে "অতিরিক্ত ধর্মভীরুতা" হিসেবে দেখা হয়, যা দাওয়াতি উৎসাহকে নিরুৎসাহিত করে।

গ) আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাব

বর্তমান সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, ভোগবাদ ও বস্তুবাদ মানুষের মননে গভীর প্রভাব ফেলেছে। ফলস্বরূপ, মানুষ আত্মিক মূল্যবোধের পরিবর্তে দুনিয়াবি সাফল্যকেই জীবনের মূল লক্ষ্য মনে করে। এই মানসিকতা ইসলামি দাওয়াতের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে।

৪.২ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বাধা

ক) আইনগত সীমাবদ্ধতা

বিশ্বের বহু দেশে দাওয়াতি কার্যক্রম আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কিছু দেশে অমুসলিমদের ইসলামের দিকে আহ্বান করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এতে দাওয়াতের স্বাধীনতা কঠোরভাবে সীমিত হয়ে যায়।

খ) নির্যাতন ও দমননীতি

ইতিহাস সাক্ষী, নবী-রাসূলরা এবং তাদের অনুসারীরা প্রায়ই রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যেমন—নবী মুসা (আ.) ফেরাউনের নির্যাতন সহ্য করেছেন, নবী মুহাম্মদ ﷺ মক্কার কুরাইশদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন। আধুনিক যুগেও অনেক দেশে দাওয়াতি নেতা ও কর্মীরা গ্রেপ্তার, কারাবন্দি কিংবা নির্যাতনের মুখোমুখি হন।

গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার

কিছু রাজনৈতিক শক্তি ইসলামি দাওয়াতকে "চরমপন্থা" বা "উগ্রবাদ" হিসেবে উপস্থাপন করে। এই অপপ্রচারের ফলে সাধারণ মানুষের মনে ইসলাম ও দাঈদের প্রতি ভীতি তৈরি হয়।

৪.৩ অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা

দাওয়াতি কাজের সফল বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সংস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বহু দাওয়াতি সংগঠন ও ব্যক্তি আর্থিক সংকটে ভোগে।

অর্থের অভাব: প্রচারপত্র, অনলাইন মিডিয়া, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, বই প্রকাশ ইত্যাদির ব্যয়ভার বহন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

পেশাগত সীমাবদ্ধতা: অনেক দাঈ জীবিকা নির্বাহের জন্য দাওয়াত থেকে সময় দিতে পারেন না। ফলে দাওয়াতের কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য: সমাজে ধনী-গরিব বৈষম্যও দাওয়াতের পথে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; দরিদ্র মানুষ দাওয়াতকে "বিত্তশালীদের প্রচেষ্টা" মনে করে গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে।

৪.৪ মিডিয়া ও ইসলামবিদ্বেষ

ক) আন্তর্জাতিক মিডিয়ার প্রভাব

বৈশ্বিক মিডিয়ায় ইসলামের চিত্র অনেক সময় বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়। সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ ও সহিংসতার সঙ্গে ইসলামকে যুক্ত করার প্রবণতা "ইসলামফোবিয়া" সৃষ্টি করে। এর ফলে দাওয়াতি পরিবেশ প্রতিকূল হয়ে পড়ে।

খ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের চ্যালেঞ্জ

যদিও সোশ্যাল মিডিয়া দাওয়াতের নতুন প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ভ্রান্ত ব্যাখ্যা, ভুল তথ্য ও ইসলামবিরোধী কনটেন্টও একইসাথে ছড়িয়ে পড়ছে। অল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যবহারকারীরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, যা দাওয়াতের ভাবমূর্তি নষ্ট করে।

গ) ইসলামবিদ্বেষমূলক আইন ও প্রচারণা

বিভিন্ন দেশে "anti-proselytizing laws" বা "religious hate speech laws" নামে এমন আইন রয়েছে, যা ইসলামী দাওয়াতকে পরোক্ষভাবে দমন করে। ফলে দাঈরা মুক্তভাবে বার্তা পৌঁছাতে পারেন না।

অধ্যায় ৫: নিরসনের ইসলামি দিকনির্দেশনা

দাওয়াতি কর্মকাণ্ডে বাধা আসা স্বাভাবিক বিষয়। ইসলামের ইতিহাসে প্রত্যেক নবী-রাসূল, সাহাবি ও তাবেঈ এ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে আল্লাহ তায়ালা কুরআন ও হাদিসে দাওয়াতের সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যা অনুসরণ করলে এই বাধাগুলোর সমাধান সম্ভব হয়।

৫.১ কুরআন ও হাদিসের দিকনির্দেশনা

কুরআনুল কারীমে দাওয়াতি পদ্ধতি ও বাধা নিরসনের নীতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

“তুমি তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে, আর তাদের সঙ্গে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম।” (সূরা নাহল: ১২৫)

এই আয়াতে দাওয়াতের তিনটি মৌলিক নীতি দেওয়া হয়েছে —

- প্রজ্ঞা (হিকমাহ),
- মাওয়েযাহ হাসানাহ (সুন্দর উপদেশ),
- জাদাল বিল্লাতি হিয়া আহসান (উত্তম পদ্ধতিতে আলোচনা)।

অর্থাৎ দাওয়াতের পথে যুক্তি, সৌজন্য ও কোমলতা অপরিহার্য। কঠোরতা বা বিতর্কে আক্রমণাত্মক আচরণ দাওয়াতের সফলতা নষ্ট করে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

“তুমি যদি রূঢ় ও কঠোর হৃদয়ের হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত।” (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

এ আয়াত দাঈদের জন্য একটি স্পষ্ট শিক্ষা — দাওয়াতে কোমলতা, ধৈর্য ও আন্তরিক আচরণই হলো সাফল্যের মূল উপাদান।

হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“তোমরা মানুষকে সুসংবাদ দাও, ভয় দেখিও না; সহজ করে দাও, কঠিন করে দিও না।” — সহিহ বুখারি, মুসলিম
এ নির্দেশনা থেকে বোঝা যায়, দাওয়াতের পথকে আকর্ষণীয় ও মানবিক করতে হবে; যেন মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে, ভয় নয় বরং ভালোবাসায় আগ্রহী হয়।

৫.২ নবী-রাসূলগণের দাওয়াতি ধৈর্য ও কৌশল

নবী-রাসূলগণ ছিলেন দাওয়াতের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। তাঁদের জীবনে দাওয়াতি বাধা এসেছে অবিরত, কিন্তু তাঁরা আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে তা মোকাবিলা করেছেন।
নবী নূহ (আঃ): ৯৫০ বছর ধরে দাওয়াত দিয়েছেন, তবু মাত্র অল্পসংখ্যক মানুষ তাঁর আহ্বান গ্রহণ করে। কিন্তু তিনি কখনো হতাশ হননি, বরং দাওয়াত চালিয়ে গেছেন —
“আমি দিনরাত আমার জাতিকে আহ্বান করেছি।” (সূরা নূহ: ৫)
নবী মূসা (আঃ): ফিরআউনের মতো এক ক্ষমতাবান শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন:
“তোমরা উভয়ে তার সঙ্গে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে।” (সূরা ত্বা-হা: ৪৪)
অর্থাৎ কঠিন বাস্তবতার মাঝেও দাওয়াতের ভাষা হবে কোমল, যুক্তিপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ।
নবী মুহাম্মদ ﷺ: তিনি ছিলেন দাওয়াতের পূর্ণাঙ্গ মডেল। মক্কায় নির্যাতন, তায়েফে অপমান, মদীনায় যুদ্ধ — সব কিছুর পরও তিনি ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন।

তাঁর দাওয়াতি কৌশলগুলো হলো —

- ব্যক্তিভেদে পদ্ধতি নির্বাচন,
- ভালো কাজের উদাহরণ সৃষ্টি,
- জবাবের মাধ্যমে নয়, আচরণের মাধ্যমে দাওয়াত,
- সমাজের দুর্বলদের আগে গুরুত্ব দেওয়া।

এভাবেই নবী-রাসূলগণের জীবন দাওয়াতি বাধা নিরসনের আদর্শ নির্দেশনা হয়ে আছে।

৫.৩ সাহাবা ও তাবেঈনদের অভিজ্ঞতা

নবী ﷺ এর সাহাবারা দাওয়াতের দায়িত্ব বহন করেছেন অদম্য সাহস ও ত্যাগের মাধ্যমে। তাঁদের জীবনে দাওয়াতি বাধা ছিল, কিন্তু তাদের ঈমান, ধৈর্য ও ঐক্য তাদের সফল করেছে।

মুসআব ইবনে উমাইর (রা.): মদিনায় দাওয়াতের প্রথম দূত হিসেবে তাকে পাঠানো হয়। কঠিন পরিবেশ, সীমিত সুযোগ—সব বাধা সত্ত্বেও তাঁর প্রজ্ঞা ও নম্রতার কারণে মদিনার বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

বিলাল (রা.): নির্যাতনের পরও কালিমা ত্যাগ করেননি। তাঁর দৃঢ় ঈমান দাওয়াতি শক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

আবু বকর (রা.): নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে দাওয়াত প্রচারে এগিয়ে আসেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, দাওয়াত কেবল কথার নয়, ত্যাগেরও দাবি রাখে।

তাবেঈনদের যুগে: তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে ইসলাম প্রচার করেছেন — হিকমাহ, ধৈর্য ও সুন্দর চরিত্রের মাধ্যমে। ইসলাম ভারত, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয় মূলত তাদের নৈতিকতা, সহানুভূতি ও উদারতার কারণে।

এদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে —

দাওয়াতি বাধা কখনো সম্পূর্ণ দূর হয় না, কিন্তু তা অতিক্রম করার শক্তি আসে ঈমান, প্রজ্ঞা ও চরিত্র থেকে।

অধ্যায় ৬: দাওয়াতি পথে অভ্যন্তরীণ বাধার সমাধান

দাওয়াতি পথে যেমন বাহ্যিক বাধা থাকে—যেমন সমাজ, সংস্কৃতি, বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি—তেমনি অভ্যন্তরীণ বাধাও এক গভীর সংকট। অনেক সময় দাওয়াতি কাজের ব্যর্থতা ঘটে নৈতিক দুর্বলতা, ঐক্যের অভাব, ও দক্ষতার ঘাটতি থেকে। ইসলাম এসব সমস্যার সমাধানও স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে।

৬.১ নৈতিকতা ও আখলাক গঠনের গুরুত্ব

দাওয়াতের প্রাণ হলো আখলাক। দাঈ যদি নিজে আদর্শ নৈতিকতায় গঠিত না হন, তবে তার দাওয়াত মানুষকে প্রভাবিত করতে পারবে না।

ক. আখলাক ও দাওয়াতের সম্পর্ক

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“আমাকে উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।”

— (মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু হলো উত্তম চরিত্র। দাওয়াতকারীর মুখে যে বাণী, তার জীবনে তা প্রতিফলিত হতে হবে। যদি কথায় ও কাজে বৈপরীত্য থাকে, তাহলে দাওয়াত বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

খ. দাঈর নৈতিক দায়িত্ব

দাঈকে হতে হবে —

- সততা ও আমানতের প্রতীক
- বিনয়ী ও ধৈর্যশীল

- ক্ষুদ্র ত্রুটি ঢেকে দেয়ার মানসিকতা সম্পন্ন
- নিজে যা বলেন তা বাস্তবে পালনকারী

আল্লাহ বলেন:

“তোমরা কি মানুষকে নেক কাজের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেদের ভুলে যাও?” (সূরা বাকারা: ৪৪)

এই আয়াত আমাদের শেখায়, আত্মশুদ্ধি ছাড়া দাওয়াতের কাজ টেকসই হয় না।

গ. নৈতিক অবক্ষয় দূর করার উপায়

- আত্ম-সমালোচনার অভ্যাস
- কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আত্মগঠনমূলক দিকনির্দেশনা
- নৈতিক শিক্ষার চর্চা ও দাওয়াতি মহলে আখলাক বিষয়ক ওয়ার্কশপ
- আল্লাহভীতি (তাকওয়া) জাগ্রত করা
- আখলাকই দাওয়াতের আসল শক্তি, যা মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলে, যুক্তির চেয়ে অধিক কার্যকরভাবে।

৬.২ উম্মাহর ঐক্য ও সহযোগিতা

দাওয়াতি কার্যক্রমে বিভেদ ও দলাদলি সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ বাধা। ইসলাম এই সমস্যার সমাধান দিয়েছে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে।

ক. ঐক্যের গুরুত্ব

আল্লাহ বলেন:

“আর তোমরা সবাই আল্লাহর দড়ি দৃঢ়ভাবে ধরো, আর বিভক্ত হয়ো না।” (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)

দাওয়াতের সফলতার জন্য ঐক্য অপরিহার্য। বিভক্ত দাঈদের বার্তা দুর্বল হয়ে যায়; ঐক্যবদ্ধ দাঈদের বার্তা সমাজে প্রভাব ফেলে।

খ. ঐক্য নষ্ট হওয়ার কারণ

- দলীয় অহংকার ও মতভেদ
- পারস্পরিক হিংসা ও প্রতিযোগিতা
- নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব
- গোষ্ঠীভিত্তিক দাওয়াতি সীমাবদ্ধতা

গ. ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপায়

- ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা
- মতভেদে সৌজন্য বজায় রাখা
- দাওয়াতের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ
- একে অপরের কাজের প্রশংসা ও সমর্থন
- দাওয়াতি সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“মুমিন মুমিনের ভাই; সে তার প্রতি অবিচার করে না, তাকে অপমান করে না।” — (সহিহ মুসলিম)

এই নীতি অনুসরণ করলে দাওয়াতি সমাজে বিভাজন দূর হয়, আর ঐক্য থেকে শক্তি জন্ম নেয়।

৬.৩ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী

অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার বড় কারণ হলো অজ্ঞতা ও দক্ষতার ঘাটতি। জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দাওয়াতিকে করে শক্তিশালী, সচেতন ও বাস্তবভিত্তিক।

ক. শিক্ষার গুরুত্ব

কুরআন প্রথমেই শিক্ষা ও জ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছে —

“পড়ো, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা আল-আলাক: ১)

দাওয়াতের জন্য কেবল ধর্মীয় জ্ঞান নয়, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যোগাযোগবিদ্যা ইত্যাদি আধুনিক জ্ঞানও প্রয়োজন।

একজন দাঈকে জানতে হবে—

- কিভাবে মানুষের মানসিকতা বুঝতে হয়,
- কোন ভাষা বা যুক্তি কোন শ্রেণির মানুষের জন্য উপযুক্ত,
- সমাজের বাস্তব সমস্যা ও সমাধান কৌশল।

খ. প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রয়োজন

প্রশিক্ষণ দাওয়াতকারীদের মধ্যে—

- আত্মবিশ্বাস,
- যোগাযোগ দক্ষতা,
- যুক্তি উপস্থাপনের কৌশল,
- ধৈর্য ও দলগত কাজের মনোভাব—গড়ে তোলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরও নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতেন — কখন, কোথায়, কীভাবে মানুষকে আহ্বান করতে হবে তা শিক্ষা দিতেন।

গ. আধুনিক যুগে প্রশিক্ষণের পদ্ধতি

- নিয়মিত দাওয়াতি ওয়ার্কশপ ও সেমিনার
- মিডিয়া ও ডিজিটাল দাওয়াত প্রশিক্ষণ
- ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটে দাওয়াত বিষয়ক কারিকুলাম
- নারী ও তরুণদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স

এই ধারাবাহিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই দাওয়াতকারীরা যুগোপযোগী, দক্ষ ও দৃঢ়চিত্ত হয়ে উঠতে পারেন।

অধ্যায় ৭: দাওয়াতি পথে বাহ্যিক বাধার সমাধান

দাওয়াতের পথে শুধু অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই নয়, বরং বাহ্যিক বহু বাধাও দাঈদের অগ্রযাত্রাকে কঠিন করে তোলে। সমাজের সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় নীতি, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার — এসবই দাওয়াতি কাজের বড় প্রতিবন্ধক। ইসলামী শিক্ষা ও সমসাময়িক বাস্তবতা এই বাধাগুলোর যুক্তিসঙ্গত সমাধান নির্দেশ করে।

৭.১ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা নিরসন

ক. সামাজিক বাধার ধরন

বর্তমান সমাজে দাওয়াতি কাজকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কিছু সামাজিক সমস্যা দেখা যায়, যেমন—

- ধর্মীয় উদাসীনতা ও ধর্মভীতি
- পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব
- কুসংস্কার ও বিদআত
- নারী ও তরুণদের মধ্যে ইসলামের ভুল ধারণা

এই বাধাগুলো দূর করতে হলে সমাজের গভীরে গিয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

খ. কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

“তোমরা মানবজাতিকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো।”

— সূরা আলে ইমরান: ১১০

অর্থাৎ দাওয়াত হতে হবে সমাজমুখী ও মানবকল্যাণনির্ভর, যাতে মানুষ ইসলামের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।

গ. সমাধান

- সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষকে লক্ষ্য করে উপযুক্ত দাওয়াতি কৌশল প্রয়োগ করা
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবার ও মিডিয়ায় ইসলামি মূল্যবোধ প্রচার
- কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা দূর করতে গবেষণাধর্মী আলোচনা আয়োজন
- তরুণদের জন্য নৈতিক দাওয়াতি কার্যক্রম ও বাস্তবমুখী ইসলামি প্রোগ্রাম
- নারী দাওয়াতকারীদের মাধ্যমে নারী সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি
- সামাজিক বাধা নিরসনে মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষা, ইতিবাচক যোগাযোগ এবং দাঈদের বাস্তবসম্মত মনোভাব।

৭.২ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বাধা নিরসন

ক. রাজনৈতিক বাস্তবতা

অনেক সময় রাষ্ট্রীয় নীতি, আইন বা প্রশাসনিক কাঠামো দাওয়াতি কাজের স্বাধীনতাকে সীমিত করে দেয়। কিছু দেশে ইসলাম প্রচারকে সন্দেহের চোখে দেখা হয় বা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

খ. নবীজির কৌশল থেকে শিক্ষা

নবী ﷺ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বাধা মোকাবেলায় কূটনৈতিক প্রজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। যেমন—

হুদাইবিয়ার চুক্তি: আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের পক্ষে দুর্বল মনে হলেও, এই চুক্তি দাওয়াতের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করেছিল।

বিভিন্ন রাজাদের কাছে চিঠি পাঠানো: তিনি সম্মানজনক ও কৌশলী ভাষায় ইসলাম পরিচিত করিয়েছেন, কখনো সংঘর্ষ নয় বরং আমন্ত্রণের মাধ্যমে।

গ. সমাধান

- দাওয়াতকে কখনো রাজনৈতিক স্বার্থের হাতিয়ার না বানানো
- রাষ্ট্রীয় আইনের সীমার মধ্যে থেকে দাওয়াত পরিচালনা
- শান্তিপূর্ণ, আইনসম্মত ও সহযোগিতামূলক উপায়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা
- দাওয়াতি সংগঠন ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়
- জনমত ও সামাজিক আস্থা তৈরি করা, যাতে দাওয়াত রাষ্ট্রের জন্য হুমকি নয় বরং উপকারে আসে

৭.৩ অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ

ক. অর্থনৈতিক দুর্বলতার প্রভাব

অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা দাওয়াতি কার্যক্রমে বড় বাধা। অনেক দাওয়াতি সংগঠন অর্থের অভাবে টিকে থাকতে পারে না, ফলে ভালো কাজও স্থবির হয়ে পড়ে।

খ. ইসলামি সমাধান

ইসলাম দাওয়াতের অর্থায়নে ইখলাস, স্বনির্ভরতা ও সহযোগিতার পথ দেখিয়েছে।

যাকাত, সদকা, ওয়াক্‌ফ ও স্বেচ্ছা অনুদান দাওয়াতি কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধনী মুসলমানদের দাওয়াতি কাজে উৎসাহিত করা প্রয়োজন, যাতে তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারেন।

আল্লাহ বলেন:

“যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ এক দানার মতো, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, প্রতিটি শীষে একশ’ দানা।” — সূরা বাকারা: ২৬১

গ. বাস্তবিক পদক্ষেপ

- দাওয়াতি ফাউন্ডেশন ও ট্রাস্ট গঠন
- স্বেচ্ছা অনুদান ও সদস্যপদভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা
- সামাজিক উদ্যোক্তা (social enterprise) মডেল তৈরি
- স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা

৭.৪ আধুনিক প্রযুক্তি ও মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহার

ক. প্রযুক্তিগত বাস্তবতা

আজকের যুগে মানুষ সবচেয়ে বেশি সময় কাটায় ডিজিটাল জগতে। ফলে দাওয়াতকে সময়োপযোগী করতে হলে প্রযুক্তি ও মিডিয়াকে ইসলামি মূল্যবোধে ব্যবহার করা অপরিহার্য।

খ. মিডিয়ার শক্তি

মিডিয়া হচ্ছে সমাজ গঠনের শক্তিশালী মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যুগে কবি, সাহাবি ও দূত পাঠিয়ে ইসলামের বার্তা প্রচার করতেন; আজ সেই ভূমিকা পালন করছে ডিজিটাল মিডিয়া।

গ. ইতিবাচক ব্যবহারের দিকনির্দেশনা

- ইসলামি ব্লগ, ওয়েবসাইট, ইউটিউব ও পডকাস্টের মাধ্যমে দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়া
- সোশ্যাল মিডিয়ায় সংক্ষিপ্ত, হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিনির্ভর কনটেন্ট তৈরি
- ভুল তথ্য ও ইসলামবিরোধী প্রচারণার জবাব যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রদান
- তরুণ প্রজন্মকে অনলাইন দাওয়াতের প্রশিক্ষণ দেওয়া

- ইসলামি অ্যাপ, ই-বুক ও অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ
- প্রযুক্তি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে এটি দাওয়াতের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

অধ্যায় ৮: বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

ইসলামি দাওয়াত একটি সর্বজনীন দায়িত্ব। সময়, সমাজ ও ভূগোলভেদে এর চ্যালেঞ্জ ও পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য দেখা দেয়। বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও দাওয়াতি কাজ নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়। আবার বৈশ্বিক পর্যায়ে ইসলামবিদ্বেষ, ধর্মনিরপেক্ষতা, ও সংস্কৃতিগত আগ্রাসন দাওয়াতের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৮.১ বাংলাদেশের দাওয়াতি কাজে প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান

(ক) সামাজিক প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশের সমাজে ধর্মীয় চেতনা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে দাওয়াতি কাজ সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে মসজিদ, মাদরাসা বা ধর্মীয় শ্রেণির মধ্যে। আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণির কাছে দাওয়াতের বার্তা পৌঁছায় না। ধর্মকে অনেকে কেবল আচারিক বিষয় মনে করে, জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা হিসেবে নেয় না।

সমাধান:

- দাওয়াতকে সমাজের সব শ্রেণির কাছে উপস্থাপন করা।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক প্রোগ্রাম চালু করা।
- দাঈদের ভাষা, পদ্ধতি ও উপস্থাপনাকে সময়োপযোগী করা।

(খ) রাজনৈতিক ও আইনগত প্রতিবন্ধকতা

কখনো কখনো রাজনৈতিক পরিবেশ ও আইনগত সীমাবদ্ধতা দাওয়াতি কাজের গতিকে ব্যাহত করে। কিছু সংগঠনের উগ্র আচরণও দাওয়াতের সঠিক ভাবমূর্তি নষ্ট করে।

সমাধান:

- শান্তিপূর্ণ, নীতিনিষ্ঠ ও জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে আস্থা তৈরি করা।
- দাওয়াতি সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন।
- দাওয়াতের বার্তা যেন রাজনীতি নয়, বরং মানবকল্যাণের আহ্বান হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

(গ) অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক সমস্যা

দাওয়াতি কার্যক্রম চালানোর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও প্রশিক্ষিত জনবল প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুইয়ের অভাব দেখা যায়।

সমাধান:

- দাওয়াতি তহবিল গঠন ও স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা।
- স্বেচ্ছাসেবী দাঈদের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ প্রদান।
- দাওয়াতকে শুধুমাত্র ওয়াজ নয়, সমাজসেবা, শিক্ষা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা।

(ঘ) ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিভক্তি

বাংলাদেশে নানা মাজহাব ও মতভেদে মুসলিম সমাজ বিভক্ত। একে অপরকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করা দাওয়াতের ঐক্য নষ্ট করে।

সমাধান:

ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাব গড়ে তোলা।

৮.২ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ (ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য)

(ক) ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামবিদ্বেষ

ইউরোপ-আমেরিকায় ইসলামকে প্রায়শই সন্ত্রাস, উগ্রতা ও নারীর নিপীড়নের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। মিডিয়া ও রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামোফোবিয়া ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সমাধান:

শান্তিপূর্ণ দাওয়াত ও সামাজিক কাজের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত বার্তা উপস্থাপন।

স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও আইন মেনে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা।

মুসলিম প্রবাসীদের ঐক্য ও ইতিবাচক আচরণের মাধ্যমে সমাজে আস্থা তৈরি।

(খ) মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মীয় রাজনীতি ও বিভক্তি

মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতভেদের কারণে দাওয়াতের চেতনা প্রায়ই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়। এতে ইসলামের প্রকৃত দাওয়াত আড়ালে পড়ে যায়।

সমাধান:

দাওয়াতকে রাজনীতি থেকে পৃথক, মানবিক ও নৈতিক আহ্বান হিসেবে উপস্থাপন।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা।

(গ) সংস্কৃতিগত আগ্রাসন ও প্রযুক্তির অপব্যবহার

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও মিডিয়া আজ মুসলিম যুবসমাজকে প্রভাবিত করছে। অনলাইন অশ্লীলতা, ধর্মবিমুখতা ও বস্তুবাদী চিন্তা দাওয়াতের পথে বড় চ্যালেঞ্জ।

সমাধান:

অনলাইন ও প্রযুক্তিকে দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা (YouTube, TikTok, Podcasts ইত্যাদি)।

ইসলামি মিডিয়া ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের উন্নয়ন।

যুবসমাজকে ইসলামি মূল্যবোধভিত্তিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা।

অধ্যায় ৯: দাওয়াতি পথে বাধা ও তা নিরসনের বাস্তব উদাহরণ ও কেস স্টাডি

৯.১ কেস স্টাডি ১: মক্কার দাওয়াতি পরিবেশে নবী করিম ﷺ -এর ধৈর্য ও কৌশল

বাধা:

নবুওয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কার কাফের সমাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এবং তাঁর অনুসারীদের নানা নির্যাতন, উপহাস ও সামাজিক বয়কটে ফেলে দেয়। দাওয়াতি কাজ ছিল জীবনবাজি রাখা সমান কঠিন।

নিরসন পদ্ধতি:

- প্রথম দিকে গোপনে দাওয়াত শুরু (দারুল আরকাম কেন্দ্র)
- প্রতিটি ব্যক্তিকে আলাদাভাবে ইসলামের বার্তা প্রদান
- নৈতিক চরিত্র ও সত্যনিষ্ঠ আচরণের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করা
- ধৈর্য, দোয়া, ও আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল
- পরবর্তীতে হিজরতের মাধ্যমে নতুন পরিসর তৈরি (আবিসিনিয়া, মদিনা)

বিশ্লেষণ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখিয়ে দিয়েছেন—বাধা যতই কঠিন হোক, ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা দ্বারা আল্লাহর দাওয়াত কখনও থেমে থাকে না। এ কেসটি বর্তমান দাঈদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

৯.২ কেস স্টাডি ২: হযরত মুসা (আ.) ও ফিরাউনের সামনে দাওয়াত

বাধা:

মুসা (আ.) কে একটি স্বৈরাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দাওয়াত দিতে হয়েছিল। ফিরাউন ছিল অহংকারী ও নিজেকে 'রব' দাবি করত।

নিরসন পদ্ধতি:

- কোমল ভাষায় আহ্বান ("فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا" — সূরা ত্ব-হা, আয়াত ৪৪)
- যুক্তি, প্রমাণ ও মুজিযার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা
- ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও দোয়ার মাধ্যমে অবিচল থাকা

বিশ্লেষণ:

রাজনৈতিক ভয় বা রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে মাথা নত না করে যুক্তিনির্ভর দাওয়াতের মাধ্যমে সত্যের জয় সম্ভব — এটি হযরত মুসা (আ.)-এর দাওয়াতি জীবনের বড় শিক্ষা।

৯.৩ কেস স্টাডি ৩: আধুনিক যুগে ড. জাকির নায়েক ও মিডিয়া-ভিত্তিক দাওয়াত

বাধা:

- বিভিন্ন দেশে তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা
- ইসলামফোবিয়া, মিডিয়ার ভুল ব্যাখ্যা
- রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ

নিরসন পদ্ধতি:

- যুক্তিনির্ভর ও প্রমাণভিত্তিক বক্তৃতা

- আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও প্রযুক্তির ব্যবহার (Peace TV, YouTube ইত্যাদি)
- নিষেধাজ্ঞার পরও অনলাইন দাওয়াত অব্যাহত রাখা
- "Question–Answer" ফরম্যাটে তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করা

বিশ্লেষণ:

আধুনিক যুগের দাওয়াতে প্রযুক্তি ও মিডিয়া সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। ড. জাকির নায়েকের দাওয়াত দেখিয়েছে—সঠিক জ্ঞান ও যোগাযোগ দক্ষতা দিয়ে বৈশ্বিক বাধাও অতিক্রম করা সম্ভব।

৯.৪ কেস স্টাডি ৪: বাংলাদেশে দাওয়াতি কাজে সামাজিক বাধা ও নিরসন

বাধা:

- ধর্মীয় বিভাজন ও দলীয় মতভেদ
- তরুণদের মধ্যে ধর্মীয় উদাসীনতা
- মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন

নিরসন পদ্ধতি:

- অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ইসলাম প্রচার (YouTube দাঈ, Facebook পেজ, ইসলামিক শর্ট ভিডিও)
- মহিলা ও তরুণদের জন্য আলাদা দাওয়াতি ট্রেনিং
- স্থানীয় মসজিদভিত্তিক আলোচনা ও পরিবারকেন্দ্রিক দাওয়াত

বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে তরুণ ও নারী দাঈদের ভূমিকা ক্রমবর্ধমান। সামাজিক বন্ধন, অনলাইন মাধ্যম ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম—এই তিনটি দাওয়াতি শক্তি এখন বাস্তব পরিবর্তন আনছে।

৯.৫ কেস স্টাডি ৫: পশ্চিমা বিশ্বে দাওয়াতের চ্যালেঞ্জ ও সফলতা

বাধা:

- ইসলামফোবিয়া ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা
- ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থা
- সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও ধর্মীয় উদাসীনতা

নিরসন পদ্ধতি:

- Interfaith Dialogue বা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজন
- ইসলামিক সেন্টার, বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি দাওয়াত প্রোগ্রাম
- স্থানীয় সমাজসেবায় মুসলিমদের অংশগ্রহণ

বিশ্লেষণ:

যেখানে সরাসরি দাওয়াত কঠিন, সেখানে সামাজিক সেবা, মানবিক সহায়তা ও চরিত্রগত দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে হাজারো অমুসলিম এভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

এই পাঁচটি কেস স্টাডি থেকে স্পষ্ট হয় যে—

দাওয়াতের পথে বাধা যুগে যুগে ছিল ও থাকবে।

কিন্তু দাঈ যদি ধৈর্য, প্রজ্ঞা, নৈতিকতা, প্রযুক্তি ও ঐক্য বজায় রাখেন, তাহলে আল্লাহর সাহায্যে সব বাধা দূর হয়।

দাওয়াতের মূল শক্তি বাহ্যিক নয়, বরং অন্তরের দৃঢ় ঈমান ও কর্মপন্থার দৃঢ়তা।

অধ্যায় ১০. উপসংহার

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দাওয়াত — মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। দাওয়াত এমন এক আমল, যা নবীগণের উত্তরাধিকার। তাই দাওয়াতি কাজ শুধু জ্ঞান প্রচার নয়, বরং মানবতার মুক্তি ও সমাজ সংস্কারের এক অবিচ্ছেদ্য মাধ্যম। তবে দাওয়াতি পথে ইতিহাসের প্রতিটি ধাপেই নানান ধরনের বাধা-বিপত্তি এসেছে — কখনো বাহ্যিক, কখনো অভ্যন্তরীণ।

কুরআন ও হাদিস আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে এই বাধাগুলো অতিক্রমের মূল চাবিকাঠি হলো ধৈর্য, হিকমাহ, সুন্দর আচরণ, ঐক্য ও ত্যাগ। রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈনরা দাওয়াতের পথে যত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন, তবুও তারা জ্ঞান, ধৈর্য ও চরিত্রের শক্তিতে বিজয়ী হয়েছেন।

বর্তমান যুগে দাওয়াতের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হলেও চ্যালেঞ্জও বহুমাত্রিক। সামাজিক বিভ্রান্তি, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, প্রযুক্তির অপব্যবহার ও ইসলামবিদ্বেষ দাওয়াতের কার্যক্রমকে কঠিন করে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে দরকার—

- জ্ঞান ও আখলাকে সমৃদ্ধ দাঈ তৈরি,
- আধুনিক প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার,
- উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা, এবং
- সমাজের প্রতিটি স্তরে ইসলামের সৌন্দর্যপূর্ণ উপস্থাপন।

বাংলাদেশসহ বৈশ্বিক পরিসরে যদি আমরা দাওয়াতের এই সার্বিক দিকনির্দেশনাগুলো অনুসরণ করতে পারি, তবে দাওয়াত হবে সমাজ পরিবর্তনের শক্তিশালী মাধ্যম। দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে, সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যাবে ইন শা আল্লাহ।

অধ্যায় ১১. তথ্যসূত্র

ক. বাংলা তথ্যসূত্র

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. ইমাম নববী (রহ.)। রিয়াদুস সালেহীন। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩. ইমাম বুখারী (রহ.)। সহীহ আল-বুখারী। রিয়াদ: দারুস সালাম পাবলিকেশন।

৪. ইমাম মুসলিম (রহ.)। সহীহ মুসলিম। রিয়াদ: দারুস সালাম পাবলিকেশন।

৫. মওদূদী, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা। দাওয়াতের আহ্বান। লাহোর: ইসলামিক পাবলিশার্স।

৬. ইউসুফ আল-কারজাভী। দাওয়াতের মূলনীতি ও পদ্ধতি। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৭. মাওলানা মতিউর রহমান মাদানী। দাওয়াতি জীবনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়। ঢাকা: মক্কা পাবলিকেশন।

৮. মাওলানা আব্দুর রহিম। ইসলাম প্রচারে বাধা ও সমাধান। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৯. মাওলানা আহমদুল্লাহ আশরাফ। *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস*। চট্টগ্রাম: ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার।

১০. শায়খ মুফতি তাকি উসমানী। *দাওয়াতের পথে ধৈর্য ও প্রজ্ঞা*। করাচি: মাকতাবাতুল মাদানিয়া।

১১. আবুল হাসান আলী নদভী। *দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা*। লখনউ: নাদওয়াতুল উলামা।

১২. আখতার, মাহমুদুল হাসান। (২০১৯)। *ইসলামি দাওয়াতের সামাজিক*

প্রতিবন্ধকতা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন রিসার্চ সিরিজ।

১৩. রহমান, আবদুল কাদের। (২০২০)। *বাংলাদেশে ইসলামি দাওয়াতি কাজের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা*। ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪. ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ। *আধুনিক সমাজে ইসলামি দাওয়াতের ভূমিকা*। কুষ্টিয়া: ইসলামিক ইউনিভার্সিটি পাবলিকেশন।

খ. ইংরেজি তথ্যসূত্র

১৫. Al-Qurtubi, Abu Abdullah. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an.* Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.

১৬. Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Da'wah fi al-Islam.* Cairo: Dar al-Shorouk.

১৭. Al-Fawzan, Saleh. *The Reality and Method of Da'wah.* Riyadh: Maktabat al-'Ubaikan.

১৮. Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *The Correct Method of Da'wah.* Damascus: Maktabatul-Islam.

১৯. Rahman, S. (2017). *Islamic Propagation and Modern Barriers.* International Journal of Islamic Research, Malaysia.

২০. Islam, M. T. (2018). *Da'wah Challenges in Contemporary Bangladesh: A Sociological Overview.* Journal of Islamic Studies, University of Dhaka.

২১. Chowdhury, A. H. (2021). *Use of Media in Islamic Da'wah: A Modern Approach.* Journal of Contemporary Islamic Thought, UK.

গ. অনলাইন সূত্র

২২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। https://www.islamicfoundation.gov.bd (অ্যাক্সেসের তারিখ: ১০ অক্টোবর ২০২৫)।
২৩. IRF Official Website। https://www.irf.net (অ্যাক্সেসের তারিখ: ১০ অক্টোবর ২০২৫)।
২৪. আল-জাযিরাহ ইসলামিক পোর্টাল। https://www.aljazeera.net/islam (অ্যাক্সেসের তারিখ: ৯ অক্টোবর ২০২৫)।
২৫. Islamic Online University (IOU)। https://www.islamiconlineuniversity.com (অ্যাক্সেসের তারিখ: ৯ অক্টোবর ২০২৫)।